প্র চ্ছ দ
কা হি নী

‘জনগণ আমাদের ভোট দেয়নি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে গণরায় পেয়েছি’

এয়ার ভাইস মার্শাল (অব:) আলতাফ হোসেন চৌধুরী
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

আওয়ামী লীগের এই ভরাডুবি অথবা বিএনপি’র বিরাট বিজয়ের অন্যতম কারণ হিসেবে ধরা হচ্ছে সন্ত্রাসকে। সন্ত্রাস নির্মূলে আওয়ামী সরকারের ব্যর্থতা থেকে বিএনপিকে শিক্ষা নেয়ার জন্য বলছেন খালেদা জিয়া। স্বারাষ্ট্রমন্ত্রীও স্বীকার করেছেন সন্ত্রাস নির্মূলের আশায় জনগণ তাদের রায় দিয়েছেন ... স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাক্ষাৎকার ভিত্তিক প্রতিবেদন তৈরি করেছেন **গোলাম মোর্তোজা ও বদরুল আলম নাবিল**

১. ‘সন্ত্রাসীকে চল্লিশ হাত মাটির নিচে থেকে হলেও তুলে এনে গ্রেপ্তার করা হবে’– বলেছিলেন সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোঃ নাসিম। সন্ত্রাসী চল্লিশ হাত মাটির নিচে ছিল না, ছিল নাসিমের আশপাশে, কখনো কখনো তার গাড়িতে বা বাড়িতে। একের পর এক মানুষ খুন হয়েছে, বোমা বিস্ফোরণ ঘটেছে কিন্তু কোনো সন্ত্রাসী বা অপরাধী গ্রেপ্তার হয়নি।

২. ‘আমরা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ক্রুসেড ঘোষণা করেছি’– বলেছেন বর্তমান বিএনপি সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) আলতাফ হোসেন চৌধুরী। তিনি আরো বলেছেন, ‘সন্ত্রাসী আমার দলের হলে তাকে আগে গ্রেপ্তার করতে হবে।’ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যখন এ কথা বলছেন, তখন পত্রিকার খবর, ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের দু’গ্রুপের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধ।’

এই দু’টি ঘটনাই প্রমাণ দেয়, দেশে সন্ত্রাসের অবস্থা পূর্বে কেমন ছিল আর বর্তমানের অবস্থা কেমন। একথা ঠিক যে দু’টি ঘটনা একসঙ্গে মোলানো ঠিক হবে না। কারণ আওয়ামী লীগ সরকার পাঁচ বছর ক্ষমতায় থেকেছে। আর বিএনপি সরকার সবেমাত্র ক্ষমতায় এসেছে। দু’টি ঘটনার মধ্যে পার্থক্য বিস্তর।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী নিজেও স্বীকার করেছেন, মানুষ বিএনপিকে ভোট দিয়েছে যতটা না বিএনপি’র জন্যে, তারচেয়ে বেশি আওয়ামী লীগের ব্যর্থতার কারণে। এই ব্যর্থতাও আবার সুনির্দিষ্ট। মূলত সন্ত্রাস দমনে ব্যর্থতার কারণেই আওয়ামী লীগের প্রতি মানুষ অনাস্থা জানিয়েছে। ‘সন্ত্রাস’ বিষয়টিকে পুঁজি করেই ক্ষমতায় এসেছে বিএনপি। সন্ত্রাস ভাগ্য লিখেছে আওয়ামী লীগ সরকারের। একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, সন্ত্রাসই ভাগ্য লিখবে বিএনপি সরকারেরও। ক্ষমতায় আসার ক্ষেত্রে এখন ভাগ্য লেখকের নাম ‘সন্ত্রাস’।

স্বাভাবিকভাবেই মানুষ মনে করেছে আওয়ামী লীগের ব্যর্থতা থেকে বিএনপি শিক্ষা নেবে। আওয়ামী লীগ যেখানে সন্ত্রাস নির্মূলের জন্য তেমন কোনো পদক্ষেপ নেয়নি, বিএনপি সেখানে নিশ্চয় আলাদাভাবে গুরুত্ব দেবে। মানুষের এমন বিশ্বাসের কারণ

নির্বাচনের আগে খালেদা জিয়া থেকে শুরু করে বিএনপি'র সব নেতাই সে কথা বলেছেন। এখনো তারা তাদের সেই অবস্থান থেকে সরে দাঁড়াননি। ইতিমধ্যে দলের সাংসদের ভাই এবং প্রতিমন্ত্রী পুত্রকে গ্রেপ্তার করে নতুন সরকার সন্ত্রাস দমনে সদিচ্ছার প্রমাণ দিয়েছে। এখন এই ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। কোনোভাবেই যেন পরবর্তীতে প্রমাণিত না হয় যে এটা 'আইওয়াশ' ছিল।

সন্ত্রাস দমনের জন্য খালেদা জিয়া সবচেয়ে বড় দায়িত্বটি দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরীকে। তার সঙ্গে আছেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর। আলতাফ হোসেন চৌধুরী রাজনীতিবিদ নন। বিমান বাহিনী প্রধান থেকে অবসর নিয়ে তিনি রাজনীতিতে এসেছেন। বিএনপি'র সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে তার সম্পৃক্ততা থাকার কথা নয়। এটা একদিক থেকে সুবিধা। দলের সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়া তার পক্ষে সহজ। আর লুৎফুজ্জামান বাবরের মতো তুলনামূলকভাবে তরুণ প্রতিমন্ত্রী সঙ্গে থাকাটাও তার জন্য সুবিধার হয়েছে। দলের সঙ্গে যে দূরত্বটুকু আছে সেটা পূরণের ক্ষেত্রে জনাব বাবর ভূমিকা রাখতে পারবেন। মোট কথা, মন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রী যদি সম্মিলিতভাবে কাজ করেন তাহলে তাদের সফল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর জন্য তাদের আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে। কাজ শুধু মুখের কথায় সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। ক্ষমতার প্রথমদিকে কিছু কথা বলা গেলেও কিছুদিন পরে তা একেবারেই বলা যাবে না। তবে প্রথম দিকেও মানুষ কথা খুব একটা পছন্দ করে না, আর সেটা যদি বেশি কথা হয় তাহলে তো কথাই নেই।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী তার যোগ্যতা প্রমাণ দেয়ার মতো সময় এখনও পাননি। এরকম গুরুত্বপূর্ণ এবং জটিল একটি মন্ত্রণালয়কে বুঝে ওঠার জন্যও কিছুদিন সময় লাগে। সন্ত্রাস বিষয়ে মানুষ এখন এতই ত্যক্ত-বিরক্ত যে, এর জন্য সময় দিতেও তারা প্রস্তুত নয়। মানুষ এখন ম্যাজিকের সাহায্যে সন্ত্রাস নির্মূল দেখতে চায়। তবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আন্তরিক হলে অবশ্যই মানুষ তার পাশে থাকবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এখন প্রতিদিন আঠারো-উনিশ ঘন্টা কাজ করছেন। কিন্তু এত কাজ করার পরেও তিনি পড়েছেন সমালোচনার মুখে। কিছু কথা তাকে নিয়ে এসেছে সমালোচনায়। তিনি বলেছেন, 'সংখ্যালঘুদের নির্যাতনের বিষয়টি পত্রিকাগুলোর অতিরঞ্জন।' দেশে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন চলছে– দু'একটি সংগঠন এমন দু'একটি পরিবারকে ঢাকায় এনেও নির্যাতন যে হচ্ছে সেটা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে। যে পরিবারটিকে বা যে ধর্ষিত মেয়েটিকে ঢাকায় আনা হলো, পত্রিকায় তাদের নাম, ছবি ছাপা হলো– সেটা কতটা যৌক্তিক, কতটা মানবিক সেটা নিয়ে প্রশ্ন আছে। কিন্তু নির্যাতন যে হয়েছে, মেয়েটি ধর্ষিত যে হয়েছে– এরচেয়ে বড় সত্য আর কিছু নেই। এখন এই মেয়েটি নিজের মুখে ধর্ষণের কাহিনী বলায় সিরাজগঞ্জের একজন ওসিকে বরখাস্ত করা হলো। এর দ্বারাও নির্যাতনের বিষয়টিই প্রমাণ হলো। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শুধু শুধু পত্রিকাগুলোর ওপরে দোষ না চাপালেও পারতেন। পত্রিকায় আসা খবরগুলোর দু'একটি হয়ত অতিরঞ্জন, সবগুলো নয়। মনে রাখতে হবে, পত্রিকায় আসার বাইরেও আরো অনেক নির্যাতনের কাহিনী থেকে যাচ্ছে অজানা। নির্যাতন হচ্ছে না– এটা বললেই নির্যাতন বন্ধ হবে না। সত্যও গোপন থাকবে না। আমাদের ক্ষমতাসীন সবগুলো দলের ক্ষেত্রেই দেখা যায় তারা সত্য গোপন করতে চায় এবং বিপদে পড়ে। বিএনপি সরকারও সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছে কিনা সেটা সময়ই বলে দেবে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শুধু শুধু পত্রিকাগুলোর ওপরে দোষ না চাপালেও পারতেন। পত্রিকায় আসা খবরগুলোর দু'একটি হয়ত অতিরঞ্জন, সবগুলো নয়। মনে রাখতে হবে, পত্রিকায় আসার বাইরেও আরো অনেক নির্যাতনের কাহিনী থেকে যাচ্ছে অজানা। নির্যাতন হচ্ছে না– এটা বললেই নির্যাতন বন্ধ হবে না। সত্যও গোপন থাকবে না

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীর পক্ষে সুনাম নিয়ে কাজ করাটা খুবই কঠিন। কারণ তাকে কাজ করতে হয় 'পুলিশ' নামক একটি বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে। যে বাহিনীটি পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত দুর্নীতিগ্রস্ত। এখানে পুলিশের সিপাই দুর্নীতি করে, এসআই দুর্নীতি করে, ওসি দুর্নীতি করে, এএসপি-এসপি, ডিআইজি আইজি সবাই প্রায় সরাসরি জড়িত দুর্নীতির সঙ্গে। এই সূত্র ধরেই দুর্নীতির অভিযোগ আসে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের নামে। শুধু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নয়, তার স্ত্রী, আত্মীয়-পরিজন সবার নামেই আসে দুর্নীতির অভিযোগ। এই ধারাটি তৈরি করে গেছেন বিগত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোঃ নাসিম। তার স্ত্রী, পুত্র, শ্যালিকা, ভাই সবার নামেই উঠেছে দুর্নীতির অভিযোগ। বৃহত্তর পাবনায় আওয়ামী লীগের ভরাডুবির জন্য যা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বিএনপি সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতন আছেন বলেই মনে হয়েছে। তবে আত্মীয়-স্বজনের বিষয়ে তাকে তো সতর্ক থাকতেই হবে, সতর্ক থাকতে হবে দলীয় কর্মী-নেতাদের বিষয়েও। কেউই যেন মন্ত্রী বা প্রশাসনকে ব্যবহার করে সুযোগ-সুবিধা নিতে না পারে, অন্যায় করতে না পারে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো পুলিশকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং পুলিশের দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া। পুলিশ সব সময়ই চাইবে একটা আবরণ তৈরি করে রাখতে, যাতে সত্যটা প্রকাশিত না হয়। তাই সব সময় সত্যটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে জানতে হবে যে কোনো কৌশলে। সে অনুযায়ী নিতে হবে ব্যবস্থা। কাজটি কঠিন, খুবই কঠিন। তারপরও সাফল্য পাওয়ার জন্য এই কাজটি করতেই হবে।

সাপ্তাহিক ২০০০ বিগত সময়ে সন্ত্রাসের ওপর অনেকগুলো প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। কারা সন্ত্রাসী, কোথায় তাদের অবস্থান, এদের হাতে কী অস্ত্র আছে, অস্ত্রের উৎস কী– প্রভৃতি সুনির্দিষ্ট তথ্য ছিল প্রতিবেদনগুলোতে। বর্তমান সংখ্যার প্রচ্ছদে রয়েছে তার কিছু ছবি। অন্যান্য প্রায় সব পত্রিকাই দিনের পর দিন সন্ত্রাসের ওপর প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। কিন্তু ক্ষমতায় থাকাকালীন আওয়ামী লীগ এসবের কেনোকিছুকেই গুরুত্ব দেয়নি। উল্টো আওয়ামী লীগের অনেক মন্ত্রী-এমপি-নেতা চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের শেল্টার দিয়েছে। নিজেরা সন্ত্রাস করেছে। চিহ্নিত সন্ত্রাসী হেমায়েতকেও দেয়া হয়েছে নাইন শুটার শটগানের লাইসেন্স। আওয়ামী লীগ সরকার

ক্ষমতার শেষ ৬ মাসে ৩৬ শ' অস্ত্রের লাইসেন্স দিয়েছে। এর মধ্যে হেমায়েতের মতো সন্ত্রাসীর সংখ্যা কম নয়।

বিএনপি সরকারের আগামী সময়টাতেও পত্র-পত্রিকাগুলো তাদের দায়িত্ব পালন করবে। সন্ত্রাসীদের বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে সরকার সচেতন করার চেষ্টা করবে। বিএনপি সরকারও যদি সেগুলো পাত্তা না দিয়ে চলার নীতি গ্রহণ করে, তাহলে পরিণতি কী হবে সেটা সময়ই বলে দেবে। তবে আওয়ামী লীগের পরিণতির কথা বিএনপি নিশ্চয় মনে রাখবে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বর্তমান কার্যক্রম এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বিষয়ে জানার জন্য যোগাযোগ করা হয় তার সঙ্গে। তিনি সাক্ষাৎকারের জন্য সময় দিয়েছিলেন ১৭ অক্টোবর সচিবালয়ে তার মন্ত্রণালয়ে। নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হলেও অসংখ্য মানুষের ভিড়ের চাপে তার পক্ষে সাক্ষাৎকার দেয়া সম্ভব হয়নি। যদিও কিছু আলোচনা হয়। পরের দিন আবার সময় দিলেও ঘটে একই ঘটনা।

সচিবালয় থেকে বের হলো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর গাড়ি। তার গাড়িতে সহযাত্রী হলাম আমরাও। জ্যাম রাস্তা মুহূর্তে মুক্ত হয়ে গেল। গুলশানের দিকে এগিয়ে চলল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর গাড়ি। সোডিয়াম লাইটের লালচে আলো, বৃষ্টিস্নাত রাজপথ। চালু হলো ২০০০-এর রেকর্ডার। বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী।

সাপ্তাহিক ২০০০ : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সবসময়ই সেনসিটিভ জায়গা– শোনা যায় এ কারণে অনেকেই এ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিতে চান না। এ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব কী আপনি চেয়েছিলেন, না আপনাকে দেয়া হয়েছে?

এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) আলতাফ হোসেন চৌধুরী : আমিও মনে করি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কাজ করাটা খুবই চ্যালেঞ্জিং। বেছে নেয়ার কোনো বিষয় ছিল না। এটা আমাকে দেয়া হয়েছে। যে কথাগুলো আপনি বলছেন, আমি আপনার সঙ্গে একমত। এটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা এবং এটা খুব কষ্টের জায়গা, পরিশ্রমের জায়গা, এটা থ্যাংকলেস জব। আমাকে যখন এ দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, আমি দুটো দিক চিন্তা করেছি, পর্যালোচনা করেছি। একটা হল, এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় দেয়া হয়েছে, নিশ্চয়ই আমাকে যোগ্য মনে করা হয়েছে, এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য। দ্বিতীয়ত, আমি নিজেই একজন পাইলট এবং আমি সারা জীবনই চ্যালেঞ্জিং কাজ করেছি, সো আই টুক ইট অ্যাজ এ চ্যালেঞ্জ এন্ড আইএম ওয়ার্কিং ডু সামথিং গুড ফর দিস গভর্নমেন্ট, ফর দিস কান্ট্রি এন্ড ফর দা পিপল।

'বিগত সরকারের সময়ে অনেক অনিয়ম হয়েছে প্রায় সব ক্ষেত্রেই, প্রত্যেকটি ডিপার্টমেন্টেই অনেক ভুল-ত্রুটি, ইচ্ছাকৃত অন্যায়-অপরাধ হয়েছে, অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে, বিভিন্ন অভিনব উপায়ে সরকারি টাকা নষ্ট হয়েছে। এজন্য কিছু মামলা যে হবে না এটা বলতে পারি না। তবে রাজনৈতিকভাবে কাউকে হেয় করার জন্য, কাউকে কাবু করার জন্য কোনো মামলা হবে না'

২০০০ : আপনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন সাত দিন হল। এই এক সপ্তাহের কাজ সম্পর্কে আপনার নিজের মূল্যায়ন কী?

আলতাফ হোসেন চৌধুরী : ১০ অক্টোবর শপথ হলেও আমরা অফিসে আসা শুরু করেছি ১৪ তারিখ থেকে। প্রতিদিন আমাকে ১৮ থেকে ১৯ ঘণ্টা কাজ করতে হয়েছে। এই চার দিনে আমাদের যে বিভিন্ন বিভাগ এবং সংগঠন আছে, সেগুলোর মধ্যে বিডিআরের হেডকোয়ার্টার, আনসার-ভিডিপি হেডকোয়ার্টার, সেন্ট্রাল জেল, পুলিশ হেড কোয়ার্টারসহ আরো কিছু বিভাগ ভিজিট করেছি, এখন ঢাকা মেট্রোপলিটন হেডকোয়ার্টার ভিজিট করতে যাচ্ছি। এর মধ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় মিটিং করেছি, ঢাকা শহরের ৮ সাংসদকে নিয়ে মিটিং করেছি পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে। আজ রাতে ঢাকা শহরের ২২টি থানার ওসি এবং সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে মিটিং করতে যাচ্ছি। তাদের সুবিধা-অসুবিধার কথা শুনব, সরকারি সিদ্ধান্ত এবং নির্দেশনা তাদের জানিয়ে দেব।

ঢাকার বাইরেও গিয়েছি কয়েকটি স্পট পরিদর্শনে। আমরা যেভাবে এগুচ্ছি এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলো এখন যেভাবে কাজ করছে তাতে সাধারণ জনগণও সতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের সহায়তা করছে। আমরা প্রেস, জনগণ এবং রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের সম্পৃক্ত করেছি আমাদের কাজের সঙ্গে। আমাদের কর্মকাণ্ড টেলিভিশনে দেখে, রেডিওতে শুনে এবং খবরের কাগজে পড়ে মা-বাবারাও সচেতন হয়েছেন। এই সবদিক দিয়ে আমার মনে হয় আমরা এগুচ্ছি।

২০০০ : আপনি বলেছেন এটা একটা থ্যাংকলেস জব। আপনি দেশের ২২তম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। আপনার আগে যে ২১ জন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছিলেন এদের প্রায় কেউই তেমন একটা সুনাম নিয়ে বিদায় নিতে পারেনি। এদের ব্যর্থতার প্রধান কারণ হিসেবে বলা হয় দলীয় চাপ। আপনি কী এ পর্যন্ত এমন চাপের সম্মুখীন হয়েছেন? ভবিষ্যতে যদি এরকম প্রেসার আসে তবে তা কীভাবে মোকাবেলা করবেন?

আলতাফ হোসেন চৌধুরী : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাকে মোরালি ফ্রিহ্যান্ড দিয়েছেন, আমিও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিয়েছি এবং তাদের সব রকম চাপ উপেক্ষা করে স্বাধীনভাবে কাজ করতে বলেছি। আমি তাদের কাজে কোনো রকম হস্তক্ষেপ করি না। আমার কাজে এখন পর্যন্ত কেউ হস্তক্ষেপ করেননি। দলীয় অবৈধ চাপ এখন পর্যন্ত আমার কাছে আসেনি। তবে এটা প্রেসার জব। এ কাজ করতে গেলে চাপ থাকবেই। এখন পর্যন্ত কোনো অবৈধ চাপ আমার কাছে আসেনি, তবে আসবে আমি জানি। কারণ কোনো মন্ত্রী-এমপি দলের উর্ধ্বে নয়। দলের স্বার্থেই তারা কাজ করে, সেখানে দলের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে আমার ওপরে চাপ আসবে আমি জানি। যখন চাপ আসবে তখন এটা কিভাবে মোকাবেলা করা যায় তা সবার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেই সিদ্ধান্ত নেব।

আমি এখন পর্যন্ত যা কিছু করছি সবকিছুর মধ্যে স্বচ্ছতা রাখার চেষ্টা করছি। সবাই জানে আমি কী করছি। তবে আশার কথা, আমি মনে করি বাংলাদেশে এখন আর আগের মতো দলীয়করণের চাপ বা প্রকোপ বিরাজ করছে না।

২০০০ : শিক্ষাঙ্গন সন্ত্রাসমুক্ত করার জন্য কী ব্যবস্থা নেবেন? ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণের সম্ভাবনা আছে কি?

আলতাফ হোসেন চৌধুরী : শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস একটা মস্ত বড় দুর্বলতা আমাদের

সমাজের। এরই ফলশ্রুতিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি নকল করার প্রবণতা, পড়াশোনা কম করার প্রবণতা।

২০০০ : ছাত্র রাজনীতি বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে?

আলতাফ হোসেন চৌধুরী : ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার সেরকম কোনো চিন্তা-ভাবনা এই মুহূর্তে নেই। আমরা সারা দেশে সন্ত্রাস দমনে আত্মনিয়োগ করেছি, এরই একটা অংশ হিসেবে আমরা শিক্ষাঙ্গন সন্ত্রাসমুক্ত করার জন্য কাজ করব।

২০০০ : প্রক্রিয়াটা কীভাবে হবে?

আলতাফ হোসেন চৌধুরী : ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে প্রশাসনিক যোগাযোগ সাপেক্ষে সন্ত্রাস নির্মূল করার প্রক্রিয়া শুরু করেছি। তবে এর জন্য সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা প্রয়োজন, সেটা হল সব রাজনৈতিক দলগুলোর আন্তরিকতা।

২০০০ : পত্রিকায় দেখা যাচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে ছাত্রদলের ক্যাডাররা অবস্থান নিয়েছে। নিজের দলের এই কর্মী ক্যাডারদের প্রতি আপনার অবস্থান কী হবে?

আলতাফ হোসেন চৌধুরী : আমরা সব সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব। কে কোন দলের সেটা দেখব না। আমরা সবেমাত্র দায়িত্বে এসেছি। আস্তে আস্তে সব দিকই দেখব। বিগত সরকারের সময়ে হয়ত সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা ছিল। এমন অবস্থা হয়তো ছিল যাতে অনেক কিছু জেনেও বলা যায়নি। অথবা অনেক কিছু জানার প্রয়োজন বোধ করেনি।

‘বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রয়োজন আছে কিনা এই কথাটা খোলাখোলিভাবে এই মুহূর্তে বলা সম্ভব না। তবে আমি এটুকু বুঝি, এই আইনটা দিয়ে যে সুফল পাওয়া যাচ্ছিল তারচেয়ে কুফল বোধ হয় বেশি ছিল’

২০০০ : আমরা গত কয়েক বছরে দেখেছি দেশের বিভিন্ন স্থানে একের পর এক বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। প্রাণহানি হয়েছে অনেক। কেন, কীভাবে, কারা বোমা বিস্ফোরণ ঘটালো তার কোনো কারণই জানা যায়নি। আমাদের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো কোনো একটি বোমার পূর্বাভাস দিতে পারেনি এবং অপরাধীদের চিহ্নিত করতেও ব্যর্থ হয়েছে। এরকম একটি অকার্যকর গোয়েন্দা বাহিনী দিয়ে আপনার মিশন কিভাবে সাকসেস করবেন?

আলতাফ হোসেন চৌধুরী : আপনারা লক্ষ্য করেছেন যশোরের উদীচী, খুলনার কাদেরীয়া মসজিদে, সিপিবি’র সমাবেশে, রমনা বটমূলে এবং নারায়ণগঞ্জে যে বোমা বিস্ফোরিত হয়েছিল, সবগুলোর প্যাটার্ন অফ ড্যামেজ প্রায় এক রকম। এতে একটি জিনিস প্রমাণ হয়, বোমাগুলো হয়ত এক সোর্স থেকেই এসেছিল।

২০০০ : আপনি কী বলতে চাইছেন এসব পরিকল্পিতভাবে একটি গ্রুপ করেছে?

আলতাফ হোসেন চৌধুরী : পরিকল্পিতভাবে একটি গ্রুপ করেছে বলেই আমার ধারণা। তবে আপনি বলেছেন গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এর পূর্বাভাস দিতে পারেনি এবং পরে তদন্ত করেও সন্তোষজনক ফলাফল দিতে পারেনি, এ কথা সত্য। কিন্তু গোয়েন্দা সংস্থাগুলো তো কোনো একটা সরকারের অধীনে কাজ করছে। এখন সরকার তাদের দিয়ে কি চায় এটা হল বড় কথা।

২০০০ : আপনি বলতে চাইছেন বিগত সরকারের সদিচ্ছা ছিল না বলে অপরাধী চিহ্নিত হয়নি, তদন্ত হয়নি?

আলতাফ হোসেন চৌধুরী : না আমি এত কঠিন করে বলব না। তবে এটা বলব, আমাদের যে গোয়েন্দা বাহিনীগুলো আছে তারা কিন্তু যথেষ্ট অভিজ্ঞ, তাদের ভালো ভালো অভিজ্ঞ অফিসার, টেকনিশিয়ান আছেন, কনসান্ট লোকজন আছেন। তারা যে তাদের কাজ জানে না বা কাজ বোঝে না এটা আমি বিশ্বাস করি না। তারপরও বোমা বিস্ফোরণ ঘটনাগুলোর কূল-কিনারা হলো না কেন? এই প্রশ্নটার একটা সুষ্ঠু পরিপূর্ণ উত্তর কেউ দিতে পারবে বলে আমার মনে হয় না।

২০০০ : এখন আপনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, আপনাকে তো এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। এই বোমা বিস্ফোরণ রহস্য উদ্‌ঘাটন করার জন্য কী পদক্ষেপ নেবেন? সুষ্ঠু তদন্তের জন্য গোয়েন্দা সংস্থাগুলো নতুন করে ঢেলে সাজানোর কথা ভাবছেন কীনা?

আলতাফ হোসেন চৌধুরী : গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে নতুন করে ঢেলে সাজানোর কোনো প্রয়োজনই নেই। খুবই সুন্দর অর্গানাইজেশন তাদের আছে, ম্যান পাওয়ার এবং ইকুউপমেন্টস্ তাদের আছে। তাদের দিয়ে প্রপার ওয়েতে প্রপার কাজ করালেই চলবে। আপনি পুলিশ ডিপার্টমেন্টের কিছু বক্তব্য শোনেন, তারা তো এখন আর অভিযোগ করছে না, তারা তো একটা ক্ষেত্রে খুব খুশি। তাদের যে দায়-দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, তার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতাও দেয়া হয়েছে। তারা প্রভাবমুক্তভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তাদের কাজে কেউ ওপর থেকে হস্তক্ষেপ করছে না, কাউকে গ্রেপ্তার করলে কেউ ছেড়ে দিতে বলছে না। বা তাদের বলা হচ্ছে না যে অমুককে গ্রেপ্তার করো না। এতে পুলিশের মোরাল কিন্তু খুব হাই। তাদের কথাবার্তায় আমি খুব খুশি হয়েছি। তারা বলেছে, এভাবে যদি সরকার দলীয় প্রভাবমুক্ত হয়ে কাজ করতে পারে, তারা জান-প্রাণ দিয়ে কাজ করবে।

আমি তো মনে করি এটা খুশির কথা। তাদের মোরাল স্ট্যান্ডার্ড ইজ ভেরি হাই। তাদের কাজের স্ট্যান্ডার্ড বেটার দে আর মোর এফিসিয়েন্ট, মোর কনফিডেন্ট।

২০০০ : বাংলাদেশ এখন বিশ্বের শীর্ষ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ। বলা হয় এদেশের সবচেয়ে দুর্নীতিপরায়ণ বিভাগ পুলিশ। আমাদের এই শীর্ষ পদক প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকা অন্যতম। এদের দিয়ে আপনি কীভাবে সন্ত্রাস এবং দুর্নীতি নির্মূল করবেন?

আলতাফ হোসেন চৌধুরী : এটা একটা ঐতিহাসিক প্রশ্ন। দুর্ভাগ্য আমাদের বাংলাদেশের, প্রথম দিকে আমরা হয়েছিলাম বটমলেস বাস্কেট, আর প্রায় ৩০ বছর পরে আরেকটা বদনাম কিনলাম যে, আমরা পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ। এটা আসলে সারা পৃথিবীতে আমাদের মাথা হেড করেছে। এটা লজ্জার কথা। কিন্তু বাংলাদেশে দুর্নীতি কেন হয়েছে? বা দুর্নীতির প্রশ্রয় কেন দেয়া হয়েছে? কারা কারা দুর্নীতি করেছে?

গোটা সমাজ যখন দুর্নীতিগ্রস্ত তখন কেউ হয়ত একটু বেশি দুর্নীতি করছে, কেউ একটু কম করছে। কিন্তু দুর্নীতিকে যদি প্রশ্রয় দেয়া না হত, তাহলে দুর্নীতির শেকড় এত গভীরে যেতে পারত না। এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে খুব সুন্দর কাজ হয়েছে। এই পুলিশরাই খুবই সুন্দর এফিসিয়েন্টলি কাজ করেছে। দুর্নীতির দায়ভার তাদের মাথায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে কেউ দিতে পারেনি। বর্তমানে আমি তাদের সঙ্গে ওঠা-

বসা করে যা বুঝেছি, প্রত্যেকটা মানুষই ব্যক্তিগতভাবে ভালো। অনেক সময় পরিস্থিতি-পরিবেশের জন্য মানুষ অনেক কাজ করে যেগুলো আসলে তারা করতে চায় না। অন্যায় অন্যায়ই। যে অন্যায় করে সেও জানে এটা অন্যায় কাজ। তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে আমি মনে করি এখন যে পরিস্থিতি তা যদি মেনটেইন করতে পারি এবং ধীরে ধীরে তাদের জীবনযাত্রার মান আরো একটু ভালো করতে পারি, তাদের চাহিদা যদি ফুলফিল করা যায় এবং তা যদি একটু বাড়িয়ে দেয়া যায়, তাদের অ্যাকুমুডেশন, ইকুইপমেন্টস, রিসোর্স যদি একটু ডেভেলপ করা যায় তবে এই পুলিশ বাহিনীকে দিয়েই অনেক কিছু করা যাবে। আমি এ ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে খুবই আশাবাদী।

২০০০ : সব সংগঠনেরই জবাবদিহিতা বলে একটি বিষয় থাকে। কিন্তু পুলিশের ক্ষেত্রে এটা দেখা যায় না। পুলিশের কোনো সদস্য অপরাধ করলে তার সর্বোচ্চ শাস্তি হয় বদলি। এতে তো অপরাধকে আরো উৎসাহিত করা হয়।

আলতাফ হোসেন চৌধুরী : অন্যায় বা অপরাধ যেই করুক না কেন তাকে শাস্তি পেতে হবে। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বদলি করাটা কোনো শাস্তি নয় বলেই আমি মনে করি। আমরা জানি যে অতীতে এমন অনেক হয়েছে। অতীতের খারাপ কিছু আমরা অনুসরণ করতে চাই না। বিএনপি অতীতমুখী দল নয়, ভবিষ্যৎমুখী দল। আমরা সবাইকে সঙ্গে নিয়ে সামনে এগুতে চাই। সামনে এগোনোর ক্ষেত্রে যারা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে, আমরা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব। এ কারণেই জনগণ আমাদের বিপুলভাবে ভোট দিয়ে বিজয়ী করেছে। আমরা তো জনগণের কাছে ওয়াদাবদ্ধ। আমরা সব সময়ই সেই ওয়াদার কথা মনে রাখব। ওয়াদা বাস্তবায়নের জন্য যা করা দরকার সবই করব।

২০০০ : অতীতের সবগুলো সরকারকেই আমরা দেখেছি বিরোধী দলগুলোকে শায়েস্তা করার জন্য মামলা এবং হামলার আশ্রয় নিয়েছে। এ সরকারের স্ট্রাটেজিটা এক্ষেত্রে কী হবে? আপনারা কীভাবে বিরোধীদের মোকাবেলা করবেন?

আলতাফ হোসেন চৌধুরী : মামলার দুটো প্রকারভেদ আছে, একটা হলো যেখানে কোনো ঘটনা ঘটেনি, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন করতে, কাবু করতে মিথ্যা মামলা দেয়া হয়।

আরেকটি যেখানে আসলেই কিছু ঘটেছে, কিছু দুর্নীতি বা অন্যায় হয়েছে, সেখানে মামলা হয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, বিএনপি বা চারদলীয় ঐক্যজোটের সরকার আমরা কোনো রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে বেআইনি বা অন্যায়ভাবে কোনো মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করব না। এতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বিরোধী দলকে আমরা মোকাবেলা করব রাজনৈতিকভাবে। তবে সংবাদ মাধ্যমে আপনারা জেনেছেন বিগত সরকারের সময়ে অনেক অনিয়ম হয়েছে প্রায় সব ক্ষেত্রেই, প্রত্যেকটি ডিপার্টমেন্টেই অনেক ভুল-ত্রুটি, ইচ্ছাকৃত অন্যায়-অপরাধ হয়েছে, অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে, বিভিন্ন অভিনব উপায়ে সরকারি টাকা নষ্ট হয়েছে। এজন্য কিছু মামলা যে হবে না এটা বলতে পারি না। তবে রাজনৈতিকভাবে কাউকে হেয় করার জন্য, কাউকে কাবু করার জন্য কোনো মামলা হবে না।

২০০০ : বিগত সরকারের সময়ে সংগঠিত অনিয়মগুলোর বিচার শুরু করার ইঙ্গিত দিলেন, কিন্তু এটা আপনারা কীভাবে সম্পন্ন করবেন?

আলতাফ হোসেন চৌধুরী : আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছেন ১০০ দিনের মধ্যে আমরা বিগত সরকারের সময়ের অনিয়ম এবং দুর্নীতির বিষয়ে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করব। তারপরে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী তদন্ত করে বিচার প্রক্রিয়া শুরু করব।

‘যদি প্রমাণিত হয় আমি অপরাধী আমার অবশ্যই শাস্তি হবে। আর যদি প্রমাণিত হয় এর মধ্যে কোনো ম্যাটেরিয়াল নেই, এটা হয়রানিমূলক মামলা, তবে মামলা ডিসমিশ হয়ে যাবে’

২০০০ : আপনাদের নির্বাচনী ইশতেহারে ছিল জননিরাপত্তা আইন এবং বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিল করবেন। আইন দুটো কি বাতিল হবে? সরকার চালাতে এ দুটো আইন প্রয়োজন আছে কিনা? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে আপনি কি মনে করেন?

আলতাফ হোসেন চৌধুরী : সুশীল সমাজ এ দুটো আইন বিশেষ করে জননিরাপত্তা আইন সম্পর্কে বলেছেন, এটা একটা ব্লাক ল’, কালাকানুন। আমাদের ইশতেহারে এটা ছিল এই আইনসহ আরো কিছু কিছু বিতর্কিত আইন আছে যা আমরা বাতিল করব। সরকার ক্ষমতায় এসেছে মাত্র কয়েক দিন, একটু সময় তো দিতে হবে। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ইমার্জেন্সি বিষয় যেগুলো আছে, সেগুলোর দিকে আগে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে।

২০০০ : আমি জানতে চেয়েছিলাম বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রয়োজন আছে কিনা? আপনার ব্যক্তিগত অভিমত...।

আলতাফ হোসেন চৌধুরী : বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রয়োজন আছে কিনা এই কথাটা খোলাখোলিভাবে এই মুহূর্তে বলা সম্ভব না। তবে আমি এটুকু বুঝি, এই আইনটা দিয়ে যে সুফল পাওয়া যাচ্ছিল তারচেয়ে কুফল বোধ হয় বেশি ছিল। আইনের প্রয়োজনীয়তার চেয়ে কথা হলো আইনটি কিভাবে ব্যবহার করা হয়, সেখানেই একটা আইনের সার্থকতা অথবা ব্যর্থতা। বিগত সরকারের সময় শুধুমাত্র এই দু’টো আইন নয়, সব আইনই তারা ব্যবহার করেছে অপজিশনকে হেয় করার জন্য, দমন করার জন্য।

২০০০ : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে আপনার কি মনে হয় সন্ত্রাস দমনের জন্য নতুন কোনো আইন করার প্রয়োজন আছে?

আলতাফ হোসেন চৌধুরী : আমি সন্ত্রাস দমনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমি দেখতে পাচ্ছি, সন্ত্রাস দমনের জন্য প্রচলিত যে আইনগুলো আছে সেগুলোই যথেষ্ট। নতুন কোনো আইন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। তবে অনাগত ভবিষ্যতের কথা কেউ বলতে পারে না। ভবিষ্যতে কী হবে, কী দাঁড়াবে, কী পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে, এটার ওপর হয়ত অনেক কিছু নির্ভর করবে। তবে প্রচলিত আইন সন্ত্রাস দমনের জন্য যথেষ্ট, হয়ত নতুন আইনের প্রয়োজন নাও হতে পারে।

২০০০ : বিগত সরকারের সময়ে আপনার বিরুদ্ধে একটি দুর্নীতির মামলা হয়েছিল আপনি বিমান বাহিনীর প্রধান থাকাকালীন অনিয়ম করে অর্থ আত্মসাৎ করেছেন এই অভিযোগে। সে মামলাটি

এখন কী অবস্থায় আছে?

আলতাফ হোসেন চৌধুরী : সে মামলাটি এখন কোর্টে বিচারাধীন। যদি প্রমাণিত হয় আমি অপরাধী আমার অবশ্যই শাস্তি হবে। আর যদি প্রমাণিত হয় এর মধ্যে কোনো ম্যাটেরিয়াল নেই, এটা হয়রানিমূলক মামলা, তবে মামলা ডিসমিশ হয়ে যাবে। আমি কনফিডেন্ট যে জজ সাহেবরা এটা ডিল করছেন, মামলার বিষয়বস্তু পড়লেই তারা বুঝতে পারবেন এটা টোটালি হয়রানিমূলক মামলা, এর মধ্যে কোনো ম্যাটেরিয়াল নেই।

২০০০ : নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ আলাদা করার কথা বলা হচ্ছে। এর সুফল-কুফল কেমন হবে বলে আপনি মনে করেন?

আলতাফ হোসেন চৌধুরী : আমি কোনো আইনজ্ঞ নই, তবে সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমি মনে করি পৃথকীকরণ জনগণের জন্য সুফল বয়ে আনবে।

২০০০ : আপনি এক সময়ে এয়ার ফোর্সের চীফ ছিলেন এখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চীফ, এই দুটো দায়িত্বের মধ্যে কি ব্যবধান উপলব্ধি করেন?

আলতাফ হোসেন চৌধুরী : ব্যবধান কিছুই নেই। আপনি সরকারি কর্মকর্তা, জনগণের খেদমতে প্রাণ আত্মনিবেদন করেছেন, একটাতে হাই ফ্রন্ট ফর্মালিটি ছিল, ইউনিফর্ম পরতেন, ক্যান্টনমেন্টের চার দেয়ালের মধ্যে বসবাস করতেন, জনগণের সঙ্গে আপনার সম্পৃক্ততা ছিল না অথবা কম ছিল। আর এখন যে কাজ সেখানে আমাদের কোনো ক্যান্টনমেন্টের সীমাবদ্ধতা নেই, আমরা জনগণের একজন, জনগণকে নিয়েই আমার ওঠা-বসা, তাদের দেখভাল করাই আমার কাজ এবং এগুলো করতে আমার ভালো লাগছে। আমাদের দেশটা গরিব, বহু লোক নিরক্ষর, দেশের যাতায়াত ব্যবস্থা, ইনফ্রাস্ট্রাকচার খুবই দুর্বল, সেখানে আমি যদি আমার সামর্থ্য দ্বারা দেশের কিছু উন্নয়ন করতে পারি, আমি নিজেকে ধন্য মনে করব। যে রাস্তা, মসজিদ, স্কুল বা কলেজ আমি করে যাব সেগুলো তো মানুষের খেদমত করবে। সেখানে মানুষের ছেলে-মেয়ে শিক্ষার আলো পাবে।

২০০০ : নির্বাচনে আপনার দলের বড় বিজয়ের পেছনে কোন বিষয়টি বেশি কাজ করছে, বিএনপির প্রতি আস্থা না আওয়ামী লীগের ব্যর্থতা?

আলতাফ হোসেন চৌধুরী : মানুষ তো আমাদের ভোট দেয়নি, এটা ছিল সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে গণ রায়। বিএনপি সন্ত্রাসের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল, জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির পরিবর্তে সবাই মিলে সৌহার্দ্যের সঙ্গে দেশের উন্নয়নের কথা বলেছিল, এ বিষয়গুলো জনগণ ভালোভাবে নিয়েছে। তবে আওয়ামী লীগের ব্যর্থতার কারণেই বিএনপির বিজয় এতোটা বড় হয়ে উঠেছে।

‘আমি যাদের নিয়ে কাজ করব অথবা যাদের দিয়ে কাজ করাব, আমি প্রথমেই তাদের কাছাকাছি গিয়ে তাদের সুবিধা-অসুবিধা শুনে দেখে বোঝার চেষ্টা করছি। সমস্যা কোথায় তা বুঝতে চেষ্টা করছি। আমি আমার কর্মীদের চেহারা চিনতে চাইনি, তাদের বুঝতে চেষ্টা করছি’

২০০০ : সরকার পরিচালনায় বিএনপি কোন কোন বিষয়কে প্রাধান্য দেবে?

আলতাফ হোসেন চৌধুরী : মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে সচিবদের এক সভায় সরকার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করবে এমন ৫টি বিষয় চিহ্নিত করা হয়েছে। বিষয়গুলো হল, আইন-শৃঙ্খলার উন্নয়ন, প্রশাসনিক সংস্কার, দারিদ্র্য বিমোচন, মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন। তবে সব কর্মসূচিরই উদ্দেশ্য জনগণ যাতে খেয়ে-পরে সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারে তার নিশ্চয়তা বিধানের চেষ্টা করা।

২০০০ : নিজের মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রে আপনি কী কর্মপন্থা স্থির করেছেন?

আলতাফ হোসেন চৌধুরী : আমি সিনসিয়ারলি স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করে যাওয়ার চেষ্টা করছি। আমি যাদের নিয়ে কাজ করব অথবা যাদের দিয়ে কাজ করাব, আমি প্রথমেই তাদের কাছাকাছি গিয়ে তাদের সুবিধা-অসুবিধা শুনে দেখে বোঝার চেষ্টা করছি। সমস্যা কোথায় তা বুঝতে চেষ্টা করছি। আমি আমার কর্মীদের চেহারা চিনতে চাইনি, তাদের বুঝতে চেষ্টা করছি। এ পর্যন্ত কোনো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেল ভিজিট করেননি, থানার ওসিদের সঙ্গে মতবিনিময় করেননি, আমি এটা শুরু করেছি।

২০০০ : দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের খবর আসছে।

আলতাফ হোসেন চৌধুরী : বিচ্ছিন্ন দু'একটা জায়গায় দু'একজন ক্ষমতা হস্তান্তরের সন্ধিক্ষণে এ রকম করার চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু আমাদের বিরোধী বন্ধুরা যেভাবে এটা প্রচার করে অন্য ধর্মাবলম্বীদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে তা একেবারেই সঠিক নয়।

যেসব জায়গা থেকে অভিযোগ এসেছে আমি নিজে গিয়ে দেখে এসেছি। সব ডিসি, এসপি এবং স্থানীয় প্রশাসনকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এরকম অপচেষ্টা কেউ করলে তাকে যেন কঠোর হাতে দমন করা হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে বিশেষ নিরাপত্তার প্রস্তুতি নিয়েছি। তারা যাতে সুন্দরভাবে তাদের বৃহৎ ধর্মীয় উৎসব পালন করতে পারেন সে জন্য প্রধানমন্ত্রী এ যাবৎ কালের মধ্যে সর্বোচ্চ অর্থ বরাদ্দ দিয়েছেন।

২০০০ : আপনি দু'একটি জায়গা থেকে ঘুরে এসে বলেছেন এটা পত্রিকাগুলোর অতিরঞ্জন। কিন্তু সংখ্যালঘুদের নির্যাতনের খবর প্রতিদিনই পত্রিকায় আসছে।

আলতাফ হোসেন চৌধুরী : আমি এভাবে বলতে চাইনি। কোনো কোনো স্থানে ঘটনা একভাবে ঘটেছে, আর পত্রিকায় এসেছে অন্যভাবে। আমি সেটাই বলতে চেয়েছি। এক জায়গায় দেখা গেছে প্রতিমা ঘরের বেড়ায় এমনিতেই আগুন লেগেছে, সেটাতে কোনো ক্ষতি হয়নি, অল্পতেই নেভানো হয়েছে। সেখানকার সংখ্যালঘুরাও আমাকে বলেছে দুর্ঘটনাবশতই আগুন লেগেছিল। কিন্তু কোনো কোনো পত্রিকায় লেখা হয়েছে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। এই যে অসামঞ্জস্যতা, আমি সেটাই বলেছি।

২০০০ : কিন্তু প্রতিমা ভাঙা হয়েছে, নির্যাতন করা হয়েছে এটাও তো সত্যি।

আলতাফ হোসেন চৌধুরী : কোনো কোনো স্থানে এমন হয়েছে। তবে আমরা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর ব্যবস্থা নিয়েছি। এখন অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে।

২০০০ : বিএনপি নির্বাচনী প্রচারণায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল সন্ত্রাস দমনের ওপর। সেই সন্ত্রাস দমনের

দায়িত্বটি পড়েছে আপনার ওপর। আপনার সাফল্যের ওপর নির্ভর করছে সরকারের সাফল্য।

আলতাফ হোসেন চৌধুরী : আমরা সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় করছি। সেখান থেকে কিছু কিছু সুচিন্তিত মতামত পাচ্ছি আমরা। পরীক্ষা করে দেখেছি সেগুলো কাজে লাগানো যায় কিনা। যেমন আজকেই একজন অভিমত দিলেন পড়ায় পাড়ায় কমিউনিটি পুলিশিং চালু করা যায় কিনা। যার মাধ্যমে জনসাধারণ এবং আইন রক্ষাকারী বাহিনীর মধ্যে একটা সেতুবন্ধন তৈরি হতে পারে। যাতে সন্ত্রাস দমনে উভয়ই উভয়কে সহায়তা করতে পারে।

২০০০ : অনেকেই আছে ভয়ে মামলা করার সাহস করে না।

আলতাফ হোসেন চৌধুরী : আমরা প্রতিটি থানায় বলে দিয়েছি, কোনো দুর্বল ব্যক্তি যদি ভয়ে বা অন্য কোনো কারণে থানায় মামলা করতে না পারে তবে পুলিশই বাদী হয়ে অপরাধীর বিরুদ্ধে মামলা করবে। এখন মানুষ নির্ভয়ে থানায় এসে মামলা করতে পারছে।

২০০০ : অতীতের প্রায় কোনো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী...

আলতাফ হোসেন চৌধুরী : আপনি অতীতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের কথা বলছেন। তবে আমিও একজন মানুষ। আমাকে একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজ দেয়া হয়েছে। আমি সিনসিয়ারলি কাজ করে যাচ্ছি। আমার সাফল্য অথবা ব্যর্থতা অনেক কারণের ওপর নির্ভর করছে। একটা হল আমার নিজের কারণ, তারপর দলের কারণ, সামাজিক-পারিপার্শ্বিকতার কারণ– এসব বিষয় যদি আমার অনুকূলে রাখতে পারি তবে সাফল্য আসতে পারে। আগের সবাই যেহেতু ব্যর্থ হয়েছে তাই আমি ব্যর্থতার দায়ভার মেনে নেয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত। আগের সব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দায়িত্ব পালনে সফল হননি। তাদের বিষয়ে আমি বিস্তারিত জানি না। আমি জানি না তারা দলের কাছ থেকে, প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে কতটা সহযোগিতা পেয়েছেন। আমার জন্যে আশার কথা আমি সব সহযোগিতাই পাচ্ছি। ঢাকার সাংসদদের সঙ্গে আলোচনার দিন ঢাকার পুলিশ কমিশনার আনোয়ার ইকবাল বলেছেন, 'ঢাকা শহরে কারা সন্ত্রাস করে আমরা তাদের চিনি। সরকারি সিদ্ধান্ত থাকলে তাদের গ্রেপ্তার করা ও সন্ত্রাস দমন করা অসম্ভব নয়।' আমিও তাই মনে করি। ঢাকার সব সাংসদ বলেছেন, পুলিশকে সব রকমের সহযোগিতা করা হবে। কোনো অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা হলে দলের পক্ষ থেকে চাপ দেয়া হবে না। আমি পুলিশকেও বলেছি গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা নিতে। আমরা সবাই যদি একত্রিত হয়ে এভাবে কাজ করি তাহলে তো সন্ত্রাস দমন করা অসম্ভব হওয়ার কথা নয়। আমার যেটা কাজ সেটা আমি করব, সাংসদদের যেটা কাজ সেটা তারা করবেন, বিরোধী দলের সদস্যদেরও দায়িত্ব পালন করতে হবে দেশের স্বার্থে। আর পুলিশকে তো তার দায়িত্ব পালন করতেই হবে। সফল হলে পুরস্কারের ব্যবস্থা যেমন থাকবে, ব্যর্থতার জন্য তেমন তিরস্কারের ব্যবস্থাও করব। আমার চেষ্টার কোনো ত্রুটি থাকবে না। আমরা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ক্রুসেড ঘোষণা করেছি, এই যুদ্ধে আপোসহীন জয় চাই।

'আমার সাফল্য অথবা ব্যর্থতা অনেক কারণের ওপর নির্ভর করছে। একটা হল আমার নিজের কারণ, তারপর দলের কারণ, সামাজিক-পারিপার্শ্বিকতার কারণ– এসব বিষয় যদি আমার অনুকূলে রাখতে পারি তবে সাফল্য আসতে পারে'

২০০০ : একটি আঞ্চলিক প্রশ্ন করি। আপনি পশ্চাৎপদ দক্ষিণ অঞ্চলের সবচেয়ে ক্ষমতাবান মন্ত্রী। সে এলাকার মানুষের কিছু প্রত্যাশা আপনার কাছে আছে। আপনি তাদের খুশি করবেন কিভাবে?

আলতাফ হোসেন চৌধুরী : সবাইকে তো খুশি করতে পারব না। তবে আমরা উন্নয়নের কথা বলে নির্বাচিত হয়েছি। আমাদের চেষ্টা থাকবে যাতে ঐ অঞ্চলটিকে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সমপর্যায়ে অথবা কাছাকাছি উন্নয়নের দিক দিয়ে নিয়ে আসা যায়। উন্নয়নের জন্য অর্থ আগে প্রয়োজন। আর্থিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আমরা যদি সঠিক একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা উপস্থাপন করতে পারি তবে অর্থের সমস্যা হবে না।

সচিবালয় থেকে বের হয়ে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ সদর দপ্তরে একটা বিরতি। তারপর সোজা গুলশান ২ নম্বর, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিজস্ব বাস ভবন। এই অল্প সময়ে চলন্ত পথের সাক্ষাৎকারে যতটা সম্ভব প্রশ্নের উত্তর জানার চেষ্টা করেছি। তারপরও হয়ত থেকে গেছে কিছু অপূর্ণতা।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই গুছিয়ে ওঠার ব্যস্ততা হয়ত দু'তিন মাসের মধ্যে কমে যাবে। তিনি কতটা সফল হচ্ছেন সেটাও বোঝা যাবে এই সময়ের মধ্যেই। তবে বাংলাদেশের বাস্তবতায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সফল হওয়াটা খুবই জরুরি, ব্যক্তি বা দলের জন্যে যতটা না, তার চেয়ে বেশি দেশের জন্যে। কারণ মানুষ সন্ত্রাসের হাত থেকে মুক্তি চায়। চায় নিরাপদ জীবনের নিশ্চয়তা।

ছবি : **ডেভিড বারিকদার**

ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন

রূপু, তুমি আমার সর্বস্ব ছিলে একদিন, আজো আছো সর্বস্বের অধিক সর্বস্বে।–মাহবুব/জার্মানি

***

রূপবান, যারা জানে আমি খুব সুখী মানুষ তারা জানে না কতোটা কষ্টে আছি আমি। আর যারা জানে আমি খুব দুঃখী মানুষ তারা ভাবতে পারে না কতোটা সুখী মানুষ এই আমি তোমাকে এখনও ভালোবেসে! সখি কি চমৎকার বিপ্রতীপ জীবন আমার?– মাহবুব

রূপু, এই বিরহই শেষ কথা নয়। সব কিছু শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও কিছু অবশিষ্ট রয়ে যায়। তাই বলছি Still I'm loving you, Very much.– Mahboob

***

রূপু, আমি হয়তো তোমার মহৎ স্বামী হতে পারিনি তবে উদার প্রেমিক হিসেবে তোমাকে দিলাম আমাকে না ভালোবাসার অধিকার।–মাহবুব/জার্মানি

***

পাত্রী চাই। ঢাকায় মুসলিম, সুশ্রী, অধ্যয়নরতা (অনূর্ধ্ব-২০) ছবি পাঠিয়ে জানান। ইলেকট্রিক্যাল ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার, বিদেশে অবস্থানকারী, ঢাকাতে জায়গা।– Contact : 7123150 (121), E-mail : mg_mawla@bdonline.com, Post Box No- 1021, Dhaka Shadar Main Post office, Dhaka-1100

***

উচ্ছলা তরুণীদের বলছি– আপনার সম্ভাব্য জীবনসঙ্গীকে যাচাই করুন– আমি একজন নিঃসঙ্গ এমবিএ ব্যাংক কর্মকর্তা (৩০), পরিবারের সবাই প্রবাসী, আমার ইমিগ্রেশন এবং নিজস্ব ফ্ল্যাট প্রক্রিয়াধীন। সম্ভাব্য জীবনসঙ্গিনীকে ব্যক্তিগত ভালোবাসা এবং সামাজিক সম্মানের নিশ্চয়তা দিচ্ছি। নিঃসঙ্কোচে নির্ভয়ে লিখুন।– বক্স নং ২৩৬, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

***

বন্ধুত্ব প্রত্যাশীদের (ছেলে+মেয়ে) লেখার আমন্ত্রণ। ফোন নং সহ বিস্তারিত জানিয়ে লিখুন।– সুলতানা, বক্স নং-১৮৭, সাপ্তাহিক ২০০০